২.১৩ মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি
Marxist Approach

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন দিক থেকে বিশেষত্বের দাবি রাখে। এই দৃষ্টিভঙ্গি মূলত পুঁজিবাদ তথা সাম্রাজ্যবাদকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই মার্কসবাদীদের কাছে আধুনিক যুগের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে হলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করা ভীষণ জরুরি, কারণ পুঁজিবাদই হল আধুনিক আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কের মূল চালিকাশক্তি।

মার্কসের আমলে পুঁজিবাদ জাতীয় সীমা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে গেলেও এর বৃহত্তর প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে সে সম্পর্কে আগাম ধারণা তখনও অজ্ঞাত ছিল। অবশ্য মার্কস-এঙ্গেলস্ তাঁদের *Communist Manifesto* (1848)রচনায় এ সম্পর্কে কিছুটা আভাস দিয়েছিলেন। তাঁরা বলেছেন, বিশ্ব বাজারকে শোষণের মাধ্যমে বুর্জোয়া শ্রেণি পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই উৎপাদন ও ভোগ্যপণ্যকে একটি বিশ্বজনীন চরিত্র (Cosmopolitan character) দিতে সক্ষম হয়েছে। তাঁরা আরো বলেছেন, উৎপাদন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটিয়ে পুঁজিপতি শ্রেণি পৃথিবীর সমস্ত দেশকে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য করেছে।

পরবর্তীকালে **লেনিন, বুখারিন** প্রমুখের আমলে পুঁজিবাদী দেশগুলির লাগামহীন শোষণ সাম্রাজ্যবাদকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে দেয়, যার প্রেক্ষিতে লেনিন তাঁর *Imperialism : the Highest Stage of Capitalism* (1916) শীর্ষক বিখ্যাত গ্রন্থটি লেখেন। এই গ্রন্থে লেনিন সাম্রাজ্যবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলিকে এবং তার পরিণামকে ব্যাখ্যা করেন। **প্রথমত,** সাম্রাজ্যবাদের আমলে উৎপাদন ও পুঁজির কেন্দ্রীকরণ ঘটে এবং ক্রমে তা একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব ঘটায়। **দ্বিতীয়ত,** শিল্পপুঁজি এবং ব্যাংক-পুঁজির মিলনে যে মহাজনী পুঁজির (Finance Capital) উদ্ভব ঘটে তা দেশের অর্থব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থার ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। **তৃতীয়ত,** সাম্রাজ্যবাদের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল পুঁজির রপ্তানি, কারণ স্বদেশে পুঁজি বিনিয়োগ করে পুঁজিপতিরা আশানুরূপ মুনাফা অর্জন করতে পারে না। **চতুর্থত,** পুঁজির রপ্তানি ও বাজার দখলের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা এড়াবার জন্য বিভিন্ন দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিরা এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির বাজারকে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেয়। **পঞ্চমত,** সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিশ্বের ভূখণ্ডগত বন্টনকে কেন্দ্র করে যে দরকষাকষি শুরু হয় তা শেষ পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে বিরোধ তথা যুদ্ধকে অনিবার্য করে তোলে। লেনিনের মতো **বুখারিনও** মন্তব্য করেন যে, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা অনিবার্যভাবে সাম্রাজ্যবাদের দিকে এগোয় যার পরিণতিতে বিশ্বের রাষ্ট্রগুলি প্রধানত দুটি পরস্পরবিরোধ অর্থনৈতিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে—একদিকে সুদৃঢ় সংগঠিত (Consolidated, organized) অর্থনৈতিক গোষ্ঠী, অপরদিকে কৃষিভিত্তিক বা আধা-শিল্পভিত্তিক অনুন্নত কিছু প্রান্তিক রাষ্ট্র।

আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে একটা সামগ্রিক কাঠামোতে ফেলে বিশ্লেষণ করার এই মার্কসীয় ধারা, অর্থনৈতিক ভিত্তির মধ্যে আন্তর্জাতিক রাজনীতির মূল উৎসকে খোঁজার মার্কসীয় শিক্ষা গত শতকের ৫০ ও ৬০-এর দশকের বহু চিন্তাবিদকে প্রভাবিত করে এবং বেশ কিছু নতুন তত্ত্বের জন্ম দেয়, যেমন—নির্ভরতার তত্ত্ব, অনুন্নয়নের উন্নয়ন তত্ত্ব, বিশ্বব্যবস্থা তত্ত্ব ইত্যাদি।

রল প্রেবিশ, কারডোসো, ফ্রাঙ্ক প্রমুখ গবেষকগণ যে নির্ভরতা তত্ত্বের জন্ম দেন, তার পরিপ্রেক্ষিতটি ছিল লাতিন-আমেরিকার অনুন্নত দেশগুলি। আধুনিকীকরণ তত্ত্বের প্রত্যাশা অনুযায়ী ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার মতো লাতিন আমেরিকার দেশগুলিরও উন্নয়ন ঘটল না কেন, তার উত্তর খুঁজতে গিয়ে তাঁরা দেখলেন, লাতিন আমেরিকা সহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির অনুন্নয়নের মূলে রয়েছে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে তাদের বাণিজ্যের অসম শর্ত। তাঁদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী পুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যে অবস্থিত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির উন্নয়ন-অনুন্নয়নের বিষয়টি পুরোপুরি উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির অর্থনৈতিক বিকাশের গতিপ্রকৃতির দ্বারা নির্ধারিত হয়। তাঁরা লক্ষ করেছিলেন অনুন্নত দেশগুলিতেও এক শ্রেণির মানুষ দেশের অভ্যন্তরে সস্তায় কাঁচামাল, শ্রমিক ইত্যাদির সুযোগ নিয়ে এবং একই সঙ্গে শিল্পোন্নত দেশগুলির এলিটবর্গের সঙ্গে যোগসাজস করে ক্রমান্বয়ে ধনী ও প্রভাবশালী হয়ে উঠছে। এদের বলা হয় মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া (Comprador bourgeoisie)। তাই নির্ভরতা তত্ত্বের প্রবক্তাদের মতে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল ধনতান্ত্রিক

Scanned with CamScanner

রাষ্ট্রগুলির পুঁজিবাদী শ্রেণি অনুন্নত দেশগুলির মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের সঙ্গে যোগসাজস করে কীভাবে অনুন্নত দেশগুলির স্বার্থহানি ঘটিয়ে চলেছে তার অনুসন্ধান করা। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে এইসব লেখকের চিন্তাধারার ওপর মার্কসের শ্রেণি-দৃষ্টিভঙ্গির যথেষ্ট প্রভাব ঘটেছে।

ফ্রাঙ্কের (Andre Gunder Frank)-এর 'অনুন্নয়নের উন্নয়ন' তত্ত্বের ওপরও মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ করা যায়। বিশ্বের উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মুখ্য কেন্দ্র (Metropolitan) এবং প্রান্তিক উপগ্রহের (Peripheral satellites) মধ্যে বিশাল শৃঙ্খল (A whole chain)-এর যে ব্যবস্থাটির কথা ফ্রাঙ্ক উল্লেখ করেছেন তার মূলে রয়েছে মার্কসের শ্রেণিসংগ্রাম তত্ত্বের সুপ্ত প্রভাব। ফ্রাঙ্কের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যই হল অর্থনীতির মুখ্যকেন্দ্র এবং প্রান্তস্থ উপগ্রহের মধ্যে এক বিশাল শৃঙ্খল, যা পৃথিবীর প্রধান অর্থনৈতিক কেন্দ্র থেকে যাত্রা শুরু করে পৌঁছে যায় একেবারে প্রত্যন্ত গ্রামের বণিকদের স্তর পর্যন্ত। এই গ্রামীণ বণিকদল স্থানীয় বাণিজ্য কেন্দ্রের উপগ্রহ হলেও, তারাই আবার গ্রামের গরিব কৃষকদের নিজস্ব উপগ্রহে পরিণত করে। ফ্রাঙ্কের এই 'বিশাল শৃঙ্খল'-এর ধারণার মধ্যে লেনিনের 'সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খল' (Imperialist chain)-এর কিছুটা সাযুজ্য লক্ষ করা যায়। তবে লেনিন যেখানে শুধু সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে শৃঙ্খলের বিষয়টি উল্লেখ করেন, ফ্রাঙ্ক-এর শৃঙ্খল সেখানে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি থেকে শুরু করে অনুন্নত দেশের গ্রামীণ অর্থনীতির স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত।

সত্তরের দশকের প্রথম দিকে প্রকাশিত **ইমানুয়েল ওয়ালারস্টাইন** (Immanuel Wallerstein)-এর বিশ্বব্যবস্থা তত্ত্বের মধ্যেও মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব লক্ষ করা যায়। মার্কসের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন যে, বিশ্ব অর্থব্যবস্থার অন্তর্গত উন্নত-অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে শ্রেণি স্বার্থের ভিত্তিতে। ওয়ালারস্টাইনের আলোচনাতে ফ্রাঙ্কের কেন্দ্র-প্রান্ত সম্পর্কিত ধারণাটি স্থান পেয়েছে। তবে ওয়ালারস্টাইন এর সঙ্গে আধা-প্রান্ত (Semi-periphery) অঞ্চলের ধারণাটি যোগ করেছেন। এই অঞ্চলটির স্থান কেন্দ্র ও প্রান্তিক অঞ্চলের মাঝামাঝি এবং এর মধ্যে কেন্দ্র ও প্রান্তিক অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ লক্ষ করা যায়। এই অঞ্চলটি প্রান্তিক অঞ্চলের থেকে উন্নত, আবার কেন্দ্রীয় অঞ্চলের থেকে অনুন্নত। কেন্দ্র ও প্রান্তের অন্তর্বর্তী স্থানে অবস্থান করার সুবাদে এই অঞ্চলটি বিশ্বব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি একদিকে সুলভে শ্রমের জোগান দিয়ে কেন্দ্রীয় অঞ্চলের মজুরির ঊর্ধ্ব গতিরোধে সাহায্য করে এবং অন্যদিকে তেমনি এরা মূল অঞ্চলের দ্বারা শোষিত হয়। মূল এবং প্রান্ত অঞ্চলের মধ্যে অবস্থান করার ফলে এই আধা-প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলি ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথে স্থায়িত্ব বজায় রাখতে চেষ্টা করে। **ওয়ালারস্টাইনের** মতে, বিশ্ব-অর্থনীতির এই তিনটি অঞ্চল এক এবং অবিচ্ছেদ্য শোষণমূলক সম্পর্কে আবদ্ধ। বলা বাহুল্য প্রান্তিক অঞ্চলগুলিই সবচেয়ে বেশি শোষিত হয়।

নির্ভরতা তত্ত্ব এবং বিশ্ব ব্যবস্থা তত্ত্ব উভয়েই মার্কসবাদী আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হলেও, এদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। **প্রথমত,** নির্ভরতা তত্ত্বের কাছে কেবলমাত্র তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নয়নের প্রশ্নটিই বিবেচ্য, অন্যদিকে বিশ্বব্যবস্থা তত্ত্ব পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চলের আর্থসামাজিক বিকাশের বিশ্লেষণে আগ্রহী।

এ ছাড়া নির্ভরতা তত্ত্বে যেখানে 'World System' কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে, বিশ্বব্যবস্থা তত্ত্বে সেখানে 'World Systems' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। ফ্রাঙ্ক প্রমুখ নির্ভরতা তত্ত্বের প্রবক্তারা বিশ্বব্যবস্থাকে একক হিসেবে ব্যবহার করেছেন, কারণ তাঁদের মতে সমস্ত ঐতিহাসিক স্থান ও কাল জুড়ে ছিল মাত্র একটিই বিশ্বব্যবস্থা। কিন্তু বিশ্বব্যবস্থা তত্ত্বের প্রবক্তা **ওয়ালারস্টাইনের** মতে, সমগ্র বিশ্ব জুড়ে বহু বিশ্বব্যবস্থা বর্তমান ছিল। আধুনিক বিশ্বব্যবস্থা (ধনতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা) অনেক ব্যবস্থার মধ্যে একটিমাত্র ব্যবস্থা। এটি এতই শক্তিশালী ও প্রভাবশালী যে সে তার সমসাময়িককালের সমস্ত ব্যবস্থাকেই ধ্বংস করে ফেলে। আবার নির্ভরতা তত্ত্ব এবং বিশ্বব্যবস্থা তত্ত্ব-এ দুটি তত্ত্বের সঙ্গে মার্কসবাদের অনেক মিল থাকলেও এদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যও রয়েছে। মার্কসবাদ যেখানে শোষণমূলক, শ্রেণি বৈষম্যমূলক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করতে চায় বৈপ্লবিক পদ্ধতিতে, নির্ভরতা তত্ত্ব এবং বিশ্বব্যবস্থা তত্ত্ব সেখানে পরিবর্তনকে স্বতঃসিদ্ধ ধরে নিয়ে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার ক্রম উন্নতিতে আস্থাশীল থেকেছে।

Scanned with CamScanner

সমালোচনা : আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষণে মার্কসীয় তত্ত্ব এবং তার অনুসারী নির্ভরতা তত্ত্ব ও বিশ্ব ব্যবস্থা তত্ত্ব বিভিন্নভাবে সমালোচিত হয়েছে। **প্রথমত,** আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার চরিত্র আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা নির্ধারিত হয়—মার্কসীয় তত্ত্ব ও তার অনুসারীদের এই দাবি বাস্তবাবাদীরা মেনে নিতে রাজি নন। বাস্তববাদীগণ বিশ্বাস করে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবে কোনো রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারিত হয় তার জাতীয় স্বার্থের প্রেক্ষিতে। আবার বহুত্ববাদীদের মতে, জাতীয় স্বার্থ বা নীতি নির্ধারিত হয় সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে। **দ্বিতীয়ত,** মার্কসীয় ধারায় রাষ্ট্রকে যেখানে শ্রেণিস্বার্থের প্রতিভূ হিসেবে দেখা হয়, বাস্তববাদ সেখানে রাষ্ট্রকে দেখে একটি সংহত একক (Unitary actor) হিসেবে। আবার বহুত্ববাদীদের কাছে রাষ্ট্র হল আন্তর্জাতিক রাজনীতির বহু এককের মধ্যে অন্যতম একটি একক। **তৃতীয়ত,** তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে অর্থনীতির বিকাশ একই রকমভাবে হয়েছে তা নয়। বস্তুত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির রাজনীতি ও অর্থনীতিতে রয়েছে ব্যাপক বৈচিত্র্য। এক এক দেশ এক এক ভাবে বিদেশি পুঁজির সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েছে। কোনো দেশ বিদেশি পুঁজির সঙ্গে সংঘাতে নেমেছে, আবার কোনো দেশ মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। সহজভাবে বললে, এক এক দেশ এক এক রকম উন্নয়নের নীতি ও কৌশল অবলম্বন করেছে। মার্কসীয় ধারায় এই বৈচিত্র্যময়তাকে অস্বীকার করা হয়েছে বলে অনেক সমালোচক মনে করেন। **চতুর্থত,** অনেক সমালোচক মনে করেন, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মার্কসীয় ধারা আন্তর্জাতিক শ্রেণিসম্পর্কের ওপর গুরুত্ব দিতে গিয়ে রাষ্ট্রের গুরুত্ব ও ভূমিককে খাটো করেছেন। অথচ এটা বাস্তব যে, কোনো দেশের উন্নয়ন বা অনুন্নয়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা কম নয়। **পঞ্চমত,** কেউ কেউ বলেন, মার্কসীয় ধারার অনুগামী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একধরনের দ্বিচারিতা লক্ষ করা যায়। একদিকে এইসব রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে চিহ্নিত করেন, অন্যদিকে আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ক পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁরা সাবেকি কূটনৈতিক পদ্ধতি অনুসরণ করেন এবং শ্রেণিসংগ্রামের কথা ভুলে গিয়ে জাতীয় স্বার্থের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেন। **ষষ্ঠত,** সমালোচকদের মতে, মার্কসীয় ধারায় কেন্দ্র-প্রান্ত আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে, কিন্তু চিন, ভারত, সিঙ্গাপুর, ব্রাজিল, দক্ষিণ কোরিয়া প্রভৃতি অ-পশ্চিমি দেশগুলির অর্থনৈতিক সাফল্যের কোনো যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা বিশ্বব্যবস্থা তত্ত্বে বা নির্ভরতা তত্ত্বে স্থান পায়নি। **সবশেষে** বলা যায়, খোদ মার্কসবাদীরাই নির্ভরতা তত্ত্ব এবং বিশ্বব্যবস্থা তত্ত্বের ওপর আস্থা রাখেন না, কারণ এইসব তত্ত্ব আন্তর্জাতিক স্তরে শ্রেণিসম্পর্ক ও শ্রেণি দ্বন্দ্বের কথা বললেও প্রান্তিক বা আধা-প্রান্তিক রাষ্ট্রগুলির উৎপাদন পদ্ধতি নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামায় না।

উপসংহারে বলা যায়, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশ্লেষণে মার্কসীয় ধারাটির কোনো গুরুত্ব নেই বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অর্থনীতি (International Political Economy) নামক যে দৃষ্টিভঙ্গিটি পরবর্তীকালে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার ব্যাপারে মার্কসীয় ধারার অবদান কম নয়।

Scanned with CamScanner